সমকাল

তারিখ 12 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

এবার কোচিং সেন্টার মালিকের সম্পদের খোঁজে দুদক

■ হকিকত জাহান হকি

এবার কোচিং সেন্টার মালিকদের সম্পদের খোঁজে মাঠে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা ১১০টি কোচিং সেন্টারের তালিকা সামনে রেখে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদকের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়। ভর্তি বাণিজ্য এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধে বিশেষ অভিযানের পর এবার কোচিং সেন্টারের ভিত ভেঙে দিতে কাজ শুরু করা।

দুদক সূত্র জানায়, ১১০ সেন্টারের বিরুদ্ধে অবৈধ কোচিং, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভুয়া পরীক্ষার্থী সরবরাহ, মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়মের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। কোচিং সেন্টার মালিকরা কীভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন, তাদের নামে কীভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পদ থাকতে পারে– এসবই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা হবে। তাদের কাছে সম্পদের হিসাব চাওয়া হবে। পরে ওই হিসাব যাচাই করা হবে। এ সময় যাদের নামে-বেনামে অবৈধ সম্পদ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, সারাদেশের কোচিং সেন্টারগুলোর মধ্যে সিংহভাগই গড়ে উঠেছে ঢাকা মহানগর এলাকায়। যৌথ মালিকানাধীন কোচিং সেন্টারগুলো রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (আরজেএসসি) থেকে নিবন্ধন ও একক মালিকানাধীন সেন্টারগুলো ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে অবাধে ব্যবসা করছে।

এর মধ্যে সরাসরি কোচিং ব্যবসার কথা উল্লেখ করে আরজেএসসি থেকে নিবন্ধন নিয়েছে ১৯টি কোচিং সেন্টার। এই তালিকায় প্যাসিফিক, ভার্সিটি, বীকন, সানরাইজ, ক্ল্যাসিক, মেডিক্যাল, আইকনসহ অন্যান্য কোচিং সেন্টারের নাম রয়েছে। আরও ৩১৭টি প্রতিষ্ঠান তাদের নিবন্ধন সংক্রান্ত কাগজপত্রে নানাভাবে কোচিং শব্দ উল্লেখ করেছে। তাদের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কোচিং করাবে তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

দুদক সচিব ড. মো. শামসুল আরেফিন সমকালকে বলেন, কোচিং সেন্টার মালিকদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ দুদকে এসেছে। যাচাই-বাছাই শেষে এটি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। দুদকের একটি সূত্র জানায়, অনুসন্ধান কার্যক্রম তদারক করবেন ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক নাসিম আনোয়ার।

১১০ সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রশ্নপত্র ফাঁস, ভুয়া পরীক্ষার্থী সরবরাহের অভিযোগ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, শিক্ষা মানুষের অধিকার। শিক্ষা নিয়ে যারা বাণিজ্য করে তারা এ দেশের শত্রু। যে কোনো আদলেই হোক না কেন কোচিং ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। কোচিং সেন্টার খোলার জন্য কোনো ধরনের অনুমোদন দেওয়া উচিত নয়। বিগত দিনে যেগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল করা উচিত। যারা কোচিং ব্যবসার অনুমতি দিচ্ছেন তারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন। দেশের সর্বনাশ করছেন।

তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে কোনো ধরনের কোচিং ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয় না। তিনি আরও বলেন, যারা এই অবৈধ ব্যবসার অনুমতি চাইবে তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হবে।

আরজেএসসি নিবন্ধক মো. মোশাররফ হোসেন সমকালকে বলেন, আরজেএসসি থেকে নিবন্ধন নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবসা করার প্রয়োজন হলে সেটা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, যে কেউ যৌথ মূলধনি ব্যবসা করার জন্য আরজেএসসির নিবন্ধন নিতে পারে। তাদের ব্যবসা শুরু ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এই প্রতিষ্ঠান থেকে দেখা হয় না।

দুদকে পেশ করা অভিযোগে বলা হয়, সারাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং বাণিজ্য হচ্ছে। অভিভাবকদের পকেট থেকে যাচ্ছে এই টাকা। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে কোচিং সেন্টারগুলো। শুধু শহরে নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। রাজধানীকেন্দ্রিক সেন্টারগুলো ঢাকার বাইরে একের পর এক শাখা খুলছে।

খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বনামধন্য শিক্ষকরাও ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের বাসা-বাড়িতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যাচে বাণিজ্যিকভাবে কোচিং করাচ্ছেন। অভিযোগে আরও বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিমালা করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করলেও ওইসব প্রতিষ্ঠান আরজেএসসি ও ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

এবার কোচিং সেন্টার মালিকের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

সিটি করপোরেশন থেকে নিবন্ধন নিয়ে অবাধে কোচিং ব্যবসা চালাচ্ছে।

১১০টি কোচিং সেন্টারের নাম : অভিযোগে উল্লেখ করা মোট ১১০টি কোচিং সেন্টারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ৩৩টি, মেডিকেলে ভর্তির ১৫টি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ৫টি, মেরিন, টেক্সটাইল, ক্যাডেটের জন্য ৬টি, একাডেমিক কোচিং সেন্টার ১৮টি, বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির জন্য ১৪টি ও ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষা শেখার ১৯টি কোচিং সেন্টারের নাম রয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো কোচিং সেন্টার একাধিক খাতে কোচিং করাচ্ছে। খাত ভিত্তিক হিসেবে ১১০টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ইউসিসি, ইউনিএইড (কিরণ, কবির, সুমন), ইউনিএইড (মনির, মল্লিক, জহির), ফোকাস, সানরাইজ, গার্ডিয়ান, ডিভাইন, এইউসিসি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), সাইফুর, ইপিপি (শুধু ক-ইউনিট), ডিইউসিসি, ডি-হক স্যার, লিডস, হোপ, আইকন প্লাস, ভয়েজ, মেরিন, আইকন, কোয়ান্টা, দুর্বার, প্যারাগন, অ্যাডমিশন এইড, প্রাইমেট, প্লাজমা, এইউএপি, সংশপ্তক, এফ্লিক্স, এডমিশন প্লাস, এডমিয়ার, ইউএসি, ইউরেনাস, পিএসি ও ইঞ্জিনিয়ার্স কোচিং সেন্টারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তির উদ্ভাস, রেটিনা, সানরাইজ, পিএসি, কর্ণিয়া, ডিএমসি, মেডিকো, দি রয়াল, গ্রীন অ্যাডমিশন এইড, থ্রি ডক্টরস, ফেইম, প্রাইমেট, প্লাজমা, এভিস ও মেডিকেয়ারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উদ্ভাস, সানরাইজ, পিএসি, ওমেকা ও মেরিনাথের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মেরিন-টেক্সটাইল-ক্যাডেটে ভর্তির জন্য ইম্যাক, ভয়েজ, মিরপুর ক্যাডেট কোচিং (ফার্মগেট শাখা), মেরিন গাইড, অ্যাডমিয়ার ও বর্ণ কোচিং সেন্টারের নাম রয়েছে। একাডেমিক কোচিং সেন্টার হিসেবে সানরাইজ, ডিভাইন, উদ্ভাস, ম্যাবস, অপরাজিতা, আইডিয়াল একাডেমি, রিয়াল, সেন্ট তেরেসা, অন্বেষা, ফেইম মবিডিক, ক্রিয়েটিভ, উদ্দীপন, ই-হক, বিইউপি, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড, দুরন্ত, অভিযাত্রিকের নাম রয়েছে।

বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির জন্য কনফিডেন্স, বীকন, ওরাকল, ক্যারিয়ার এইড, এইউএপি, সাকসেস, সুগন্ধা, হোপ, প্রাইম একাডেমি, বিসিএস আপগ্রেড, ওয়ান ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, ইউনিট, গ্লোবাল প্রফেশনাল একাডেমি ও ডিফেন্স গাইড কোচিং সেন্টারের নাম উল্লেখ করা হয়। ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষা শেখার সাইফুর'স, এফএম মেথড, ইংলিশ ওয়ার্ড, ব্রিজ কাউন্সিল, সুগন্ধা, হোপ, টার্গেট, নজরুল, ওয়ান ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, হিলস, এজিসিসিসি, ওরি, গ্লোবাল, লিডার, ইংলিশ সেন্টার, এলফিক্স, বিজয়, সিডি মিডিয়া ও লিবার্টি ইংলিশ কোচিং সেন্টারের নাম রয়েছে।